কিশোরকুমার
অভিনীত
প্রথম বাংলা ছবি

লুকোচুরি

কিশোর কুমার প্রযোজিত ও অভিনীত

প্রথম বাংলা ছবি

কিশোর ফিল্মস'এর

লুকোচুরি

পরিচালনা : কমল মজুমদার সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

কাহিনী, সংলাপ ও চিত্রনাট্য : রূপক গীতিকার : গৌরী প্রসন্ন

রূপায়ণে

মালা সিন্‌হা, অনুপকুমার, বিপিন গুপ্ত, রাজলক্ষ্মী, নবেন্দু ঘোষ, মনি চ্যাটার্জ্জী, সতি দেবী, সীতা দেবী, নৃপতি, অজিত, অসিত, অরবিন্দ, বিমল চন্দ্র, পূরবী, শচীন, শৈলেন, অমল, কেষ্টো, বাণী, ভোলা, অরুণ, প্রভাত, রবি, রবান, জগদীশ, শম্ভু, সরোজ, শ্রীদাম, হিমাংশু, নন্দ, তিনু

ও

অনিতা গুহ

আলোক চিত্র : অলক দাশগুপ্ত সম্পাদনা : হৃষীকেশ মুখোঃ

শিল্পনির্দেশ : সুধেন্দু রায়, দেশ মুখোপাধ্যায় কর্মাধ্যক্ষ : অনুপ শর্মা

সাজ : আলি, শন্তিশ ব্যবস্থাপনা : সত্যপ্রকাশ দাস, রামকুমার

সজ্জা : সান্তারাম

শব্দ গ্রহণ : ঈশান ঘোষ রূপকরণ : রুমা দেবী

প্রধান সহকারী পরিচালক : বিমল ব্যানার্জ্জী

সহকারিগণ

আলোকচিত্র : সুশীল রায়, নন্দ ভট্টাচার্য্য। শিল্পনির্দেশ : আয়েতোড়া

সম্পাদনা : শ্রীধর মিশ্র, হরিরাম ব্যবস্থাপনা : কৃষ্ণ কুমার

সহকারী পরিচালক : অশোক রায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত "মায়াবন বিহারিণী" গানটির জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রী রঞ্জিত পিক্‌চার্স রিলিজ

জব্বলপুরের কুমার ওরফে বুদ্ধুর বদলি হওয়াটা কোন মতেই আটকানো গেল না। বম্বে যাবার সব ঠিক। কুমারের বাবা রমেশ চৌধুরী ও পিসীমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না বুদ্ধু বম্বে যায়, কারণ সেখানে বুদ্ধুর ভাই শংকর থাকে। আর শংকরের সাথে রমেশের মতবিরোধ হয়েছে একটি আর্টিষ্ট মেয়েকে সে বিয়ে করতে চায় বলে। রমেশের ঘোরতর আপত্তি বুদ্ধু ও শংকরের মেলামেশায়। কাজেই তিনি স্থির করলেন তাঁর বাল্যবন্ধু জগদীশের বাড়ীতে বুদ্ধু থাকবে। আলাপ পরিচয় না থাকার অজুহাতে বুদ্ধু সে ব্যবস্থাও নাকচ্ করল। এবং বাবাকে না জানিয়ে শংকরের বাড়ীতে উঠ্‌ল।

প্রথম দিন অফিস যাবার পথে বুদ্ধু অর্থাৎ কুমারকে যথেষ্ট নাজেহাল হ'তে হোল। একটি তরুণ কুমারকে বাসে চড়তে না দিয়ে কণ্ডাক্টারের চোখ বাঁচিয়ে টপ্ করে বাসে উঠে পড়ে। ফলে কুমার জায়গা পায় না, এবং অফিস্ পৌঁছয় খুব দেরীতে। অফিস সুপারিনটেনডেণ্ট-এর কাছে শুনতে হয় **"You are too early for tomorrow"** অপ্রস্তুত হোয়ে পড়ে কুমার। হঠাৎ চোখে পড়ে যায় তারই পাশের টেবিলে বসে সেই বাসে দেখা চপলা মেয়েটি ফিক্‌ফিক্ করে হাসছে। বলাবাহুল্য কুমার বেশ চটে যায় মেয়েটির ওপর। মেয়েটি আর কেউ নয় জগদীশ-কন্যা রীতা।

বাড়ী ফিরে সে তার বোন গীতাকে জানায় একটি বোকা ছেলের কথা, যাকে বাসে চড়তে না দিয়ে সে নিজেই বাসে চড়েছে। গীতা সহাস্যে জানায় "প্রথমটাই সাংঘাতিক, ভুলতে সময় নেবে"। ওদিকে বাড়ী ফিরে যখন কুমার শংকরকে জানায় সমস্ত ঘটনা তখন শংকরও ঠাট্টা করে—এতো আর **flat race** নয় এ হচ্ছে **hurdle race** একটু আধটু বাধা বিপত্তি পেতেই হবে।

ধীরে ধীরে রীতার সাথে আলাপ হোয়ে যায় কুমারের। আলাপ ঘনিষ্ঠতার পর্য্যায় এসে দাঁড়ায়। একের কাজ অপরে করে দেয়। অফিসের প্রাচীরটা দুজনকে ঠিক ধরে রাখ্‌তে পারে না। তারা ছুটির দিনে ঘুরে বেড়ায়। দেরী হোয়ে যায় বাড়ী ফিরতে। বকুনি খায় মার কাছে। তিনি উঠে পড়ে লেগে যান মেয়ের বিয়ের জন্য।

ওদিকে গীতা ও শংকর দুজনে দুজনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সময় হলে, সুযোগ পেলে অদূর ভবিষ্যতে বিয়ে করবে। ততদিন পর্য্যন্ত একজন আরেক জনের পথ চেয়ে থাকবে।

রীতার মার তাগাদায় মেয়ের বিয়ের ঠিক করলেন জগদীশের বাল্যবন্ধু রমেশের পুত্র বুদ্ধ্‌র সংঙ্গে। কিন্তু সে খবর তো আর পাত্র পাত্রীরা জানে না। রীতা পাঠাল গীতাকে মার কাছে—কুমার পাঠাল শংকরকে বাবার কাছে;—এ বিয়ে বন্ধ করবার জন্য।

শংকর দেখল রীতার সাথেই বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে কুমারের। খানিকটা মজা করবার জন্য সে খবরটা চেপে গেল। ওদিকে গীতা রীতার বিয়ে বন্ধ করবার কথা মাকে বলতে গিয়ে জানল রীতার মনের মানুষের সাথেই বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। মাকে বল্ল "বিয়ের আয়োজন কর"।

কিন্তু ভেঙ্গে পড়্‌ল গীতা তারপর……হঠাৎ পুরুষজাতের প্রতি তার মন ঘৃণায় ভরে উঠ্‌ল। কিন্তু হঠাৎ কি এমন ঘটে গেল যে গীতার মন ভেঙ্গে গেল।

বিয়ের সময় শুভদৃষ্টি শুভ হোল। রীতা পেল কুমারকে—দুঃখের পরে এল সুখ। আর গীতা কী পেল? চিরকালের জন্য কি সে নিভে গেল? বসন্ত কি ডাক দিয়েও এল না? এ লুকোচুরির বিরাম কি হোলো না?

গান

শংকর ও গীতার গান

(গায়ক ঃ কিশোর ও রুমা)

মায়াবন বিহারিণী হরিণী
গহন স্বপন সঞ্চারিণী
কেন তারে ধরিবারে করি পণ
অকারণ—

থাক্ থাক্ নিজমনে দুরেতে
আমি শুধু বাঁশরীর সুরেতে
পরশ করিব ওর প্রাণ মন
অকারণ—

চমকিবে ফাগুণের পবনে
পশিবে আকাশবাণী শ্রবণে
চিত্ত আকুল হবে অনুখন
অকারণ—

দুর হতে আমি তারে সাধিব
গোপন বিরহ ডোরে বাঁধিব
বাঁধন বিহীন সেই যে বাঁধন
অকারণ—

কুমারের গান

(গায়ক ঃ কিশোর কুমার)

এক পলকের একটু দেখা
আরও একটু বেশী হলে ক্ষতি কি?
যদি কাটেই প্রহর পাশে বসে
মনের দুটো কথা বলে ক্ষতি কি?
মিষ্টি হাসির দুষ্টুমিতে
ভালোই লাগে সাড়া দিতে
স্বপ্নে হৃদয় ভরিয়ে নিয়ে,
দিনগুলি সব যাক্‌না চলে ক্ষতি কি?
হলই যখন পথে যেতে হঠাৎ পরিচয়,
এবার আড়ালটুকু সরে গেলে
হয়গো ভালো হয়।
এড়িএ যাওয়ার ছলনাতে,
দেয় সে ধরা ইশারাতে
কিছু পাওয়ার চঞ্চলতায়,
যদি আমার হৃদয় দোলে ক্ষতি কি?

কুমারের গান

(গায়ক : কিশোর কুমার)

শিং নেই তবু নাম তার সিংহ
ডিম নয় তবু অখ ডিম্ব !
গায়ে লাগে ছ্যাকা ভ্যাবাচ্যাকা
হাম্বা হাম্বা
ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্
দাও ভাই নাকে এক টিপ্ নস্যি
খাও তারপরে এক মগ লস্যি।
লাগে ঝুড়ি ঝুড়ি সুড়সুড়ি হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো
ছিঁক্ ছিঁক্ ছিঁক ছিক
দুই পায়ে পরে নাগ্রা
যাও নয় হেঁটে আগ্রা
জামতলা আমতলা নিমতলা পথে পাবে
নয় নয় এতে ঠাট্টা
খাও পেট ভরে গাঁট্টা।
কাচকলা কানমলা খাও তুমি কত খাবে
টক টক টক টরে টক্কা
আর কত দূরে বোগদাদ মক্কা
গোল গাল বিশু নন্দি
দিন রাত আঁটে ফন্দি
ঝুড়ি ঝুড়ি ভুরি ভুরি বড় বড় কথা বলে
তাগড়াই বেঁটে বড়দা
খায় পান সাথে জর্দা
গুলবাজি ডিগবাজী রকবাজী শুধু চলে
এ বাড়ীর খেঁদী চায় ভুরু কুচকে
ও বাড়ীর খেঁদা হাসে মুখ মুচকে
গায়ে লাগে ছ্যাকা ভ্যাচ্যাকা হাম্বা হাম্বা
ঠিক ঠিক ঠিক ঠিক।

কুমার ও রীতার গান

(গায়ক : কিশোর ও গীতা রায়)

শুধু একটু খানি চাওয়া
আর একটুখানি পাওয়া।
সেই আবেশে হোকনা মধুর
আমার এ গান গাওয়া।
নদী যেমন করে এসে
নীল সাগরে মেশে
যেমন করে দূর আকাশে মাটির
মিশে যাওয়া।
তেমনি করেই হোকনা মধুর
তোমায় কাছে পাওয়া
শুধু একটুখানি চাওয়া.....

জানিনা কোথায় ভেসে যাই
কোন সুদূরে কোথায় দুজন
হারিয়ে যেতে চাই
কোন সে কুলে শেষ হবে এই
সোনার তরী বাওয়া।
শুধু একটু খানি চাওয়া.....
এই স্বপ্ন ভরা দেশে,
যাকনা কেন হেসে,
নতুন গানের স্বরলিপী লেখে দখিন হাওয়া
ছন্দে তারই হোক না মধুর
তোমায় কাছে পাওয়া।

শংকর ও গীতার গান

গায়ক : কিশোর ও রুমা

এই তো হেথায় কুঞ্জ ছায়ায়,
স্বপ্ন মধুর মোহে,
এই জীবনে যে কটি দিন পাব,
তোমায় আমায় হেসে খেলে,
কাটিয়ে যাব দোঁহে
স্বপ্ন মধুর মোহে।
কাটবে প্রহর তোমার সাথে,
হাতের পরশ রইবে হাতে,
রইব জেগে মুখোমুখি
মিলন আগ্রহে,
স্বপ্ন মধুর মোহে।
এই বনেরই মিষ্টি মধুর শান্ত ছায়া ঘিরে,
মৌমাছিরা আসর তাদের জমিয়ে
দেবে জানি,
গুঞ্জরণের মীড়ে আসর জমিয়ে দেবে জানি,
অভিসারের অভিলাষে,
রইবে তুমি আমার পাশে,
জীবন মোদের যাবে ভরে রঙের সমারোহে
স্বপ্ন মধুর মোহে॥

আবহ-সংগীত

(গায়ক : হেমন্ত মুখার্জী)

মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় পিছু ডাকে
স্মৃতি যেন আমার হৃদয়ে বেদনার,
রঙে রঙে ছবি আঁকে।
মনে পড়ে যায়—মনে পড়ে যায়,
মনে পড়ে যায় সেই প্রথম দেখারও স্মৃতি
মনে পড়ে যায় সেই হৃদয় দেবার তিথি,
দুজনার দুটি পথ মিশে গেল এক হোয়ে,
নতুন পথের বাঁকে॥
সে এক নতুন দেশে,
দিনগুলি ছিল যে মুখর কত গানে,
সেই সুর কাঁদে আজি আমার প্রাণে,
ভেঙে গেছে হায় ভেঙে গেছে হায়,
ভেঙে গেছে আজ সেই মধুর মিলন মেলা,
ভেঙে গেছে আজ সেই হাঁসি আর
রঙের খেলা—
কোথায় কখন কবেকোন্ তারা ঝরে গেল
আকাশ কি মনে রাখে।

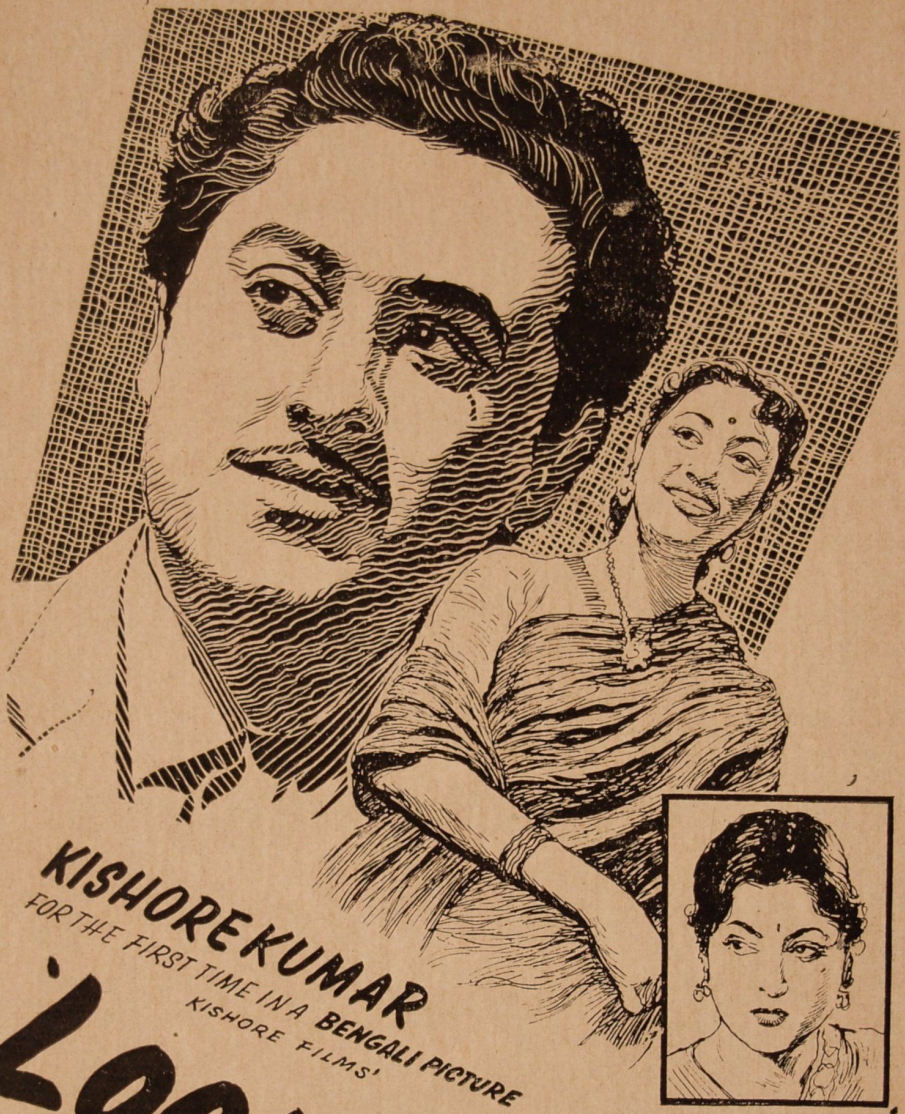

KISHORE KUMAR

FOR THE FIRST TIME IN A BENGALI PICTURE

KISHORE FILMS'

LOOKO-CHOORI

with

MALA SINHA - ANITA GUHA

BIPIN GUPTA - RAJLAKSHMI

ANUPKUMAR (BOMBAY) - AJIT - NRIPATI

Direction - KAMAL MAZUMDAR

Music - HEMANTA MUKHERJI

PARASHMALL DIPCHAND Release

CAPS / S.B.

কিশোরকুমার অভিনীত প্রথম বাংলা ছবি

লুকোচুরি

কিশোর কুমার প্রযোজিত ও অভিনীত

প্রথম বাংলা ছবি

কিশোর ফিল্মস'এর

"লুকোচুরি"

পরিচালনা : **কমল মজুমদার** সংগীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

কাহিনী, সংলাপ ও চিত্রনাট্য : **রূপক** গীতিকার : **গৌরী প্রসন্ন**

রূপায়ণে

মালা সিন্‌হা, অনুপকুমার, বিপিন গুপ্ত, রাজলক্ষ্মী, নবেন্দু ঘোষ, মনি চ্যাটার্জ্জী, সতি দেবী, সীতা দেবী, নৃপতি, অজিত, অসিত, অরবিন্দ, বিমল চন্দ্র, পূরবী, শচীন, শৈলেন, অমল, কেষ্টো, বাণী, ভোলা, অরুণ, প্রভাত, রবি, রবীন, জগদীশ, শম্ভু, সরোজ, শ্রীদাম, হিমাংশু, নন্দ, তিনু

ও

অনিতা গুহ

আলোক চিত্র : অলক দাশগুপ্ত

শিল্পনির্দেশ : সুধেন্দু রায়, দেশ মুখোপাধ্যায়

সাজ : আলি, শন্তিশ

সজ্জা : সান্তারাম

শব্দ গ্রহণ : ঈশান ঘোষ

সম্পাদনা : হৃষীকেশ মুখোঃ

কর্মাধ্যক্ষ : অনুপ শর্মা

ব্যবস্থাপনা : সত্যপ্রকাশ দাস রামকুমার

রূপকরণ : রুমা দেবী

প্রধান সহকারী পরিচালক : বিমল ব্যানার্জ্জী

সহকারিগণ

আলোকচিত্র : সুশীল রায়, নন্দ ভট্টাচার্য্য, শিল্পনির্দেশ : আয়েতোড়া

সম্পাদনা : শ্রীধর মিশ্র, হরিরাম ব্যবস্থাপনা : কৃষ্ণ কুমার

সহকারী পরিচালক : অশোক রায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত "মায়াবন বিহারিণী" গানটির জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

পরশমল দীপচাঁদ রিলিজ

কাহিনী

জবলপুরের কুমার ওরফে বুদ্ধুর বদলি হওয়াটা কোন মতেই আটকানো গেল না। বম্বে যাবার সব ঠিক। কুমারের বাবা রমেশ চৌধুরী ও পিসীমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না বুদ্ধু বম্বে যায়, কারণ সেখানে বুদ্ধুর ভাই শংকর থাকে। আর শংকরের সাথে রমেশের মতবিরোধ হয়েছে একটি আর্টিস্ট মেয়েকে সে বিয়ে করতে চায় বলে। রমেশের ঘোরতর আপত্তি বুদ্ধু ও শংকরের মেলামেশায়। কাজেই তিনি স্থির করলেন তাঁর বাল্যবন্ধু জগদীশের বাড়ীতে বুদ্ধু থাকবে। আলাপ পরিচয় না থাকার অজুহাতে বুদ্ধু সে ব্যবস্থাও নাকচ্ করল। এবং বাবাকে না জানিয়ে শংকরের বাড়ীতে উঠ্‌ল।

প্রথম দিন অফিস্ যাবার পথে বুদ্ধু অর্থাৎ কুমারকে যথেষ্ট নাজেহাল হ'তে হোল। একটি তরুণী কুমারকে বাসে চড়তে না দিয়ে কণ্ডাক্টারের চোখ বাঁচিয়ে টপ্ করে বাসে উঠে পড়ে। ফলে কুমার জায়গা পায় না, এবং অফিস্ পৌঁছয় খুব দেরীতে। অফিস সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে শুনতে হয় "You are too early for tomorrow". অপ্রস্তুত হোয়ে পড়ে কুমার। হঠাৎ চোখে পড়ে যায় তারই পাশের টেবিলে বসে সেই বাসে দেখা চপলা মেয়েটি ফিক্‌ফিক্ করে হাস্‌ছে। বলাবাহুল্য কুমার বেশ চটে যায় মেয়েটির ওপর। মেয়েটি আর কেউ নয় জগদীশ-কন্যা রীতা। বাড়ী ফিরে সে তার বোন গীতাকে জানায় একটি বোকা ছেলের কথা, যাকে বাসে চড়তে না দিয়ে সে নিজেই বাসে চড়েছে। গীতা সহাস্যে জানায় "প্রথমটাই সাংঘাতিক, ভুলতে সময় নেবে"। ওদিকে বাড়ী ফিরে যখন কুমার শংকরকে জানায় সমস্ত ঘটনা তখন শংকরও ঠাট্টা করে—এতো আর flat race নয় এ হচ্ছে hurdle race একটু আধটু বাধা বিপত্তি পেতেই হবে।

ধীরে ধীরে রীতার সাথে আলাপ হোয়ে যায় কুমারের। আলাপ ঘনিষ্ঠতার পর্য্যায় এসে দাঁড়ায়। একের কাজ অপরে করে দেয়। অফিসের প্রাচীরটা দুজনকে ঠিক্ ধরে রাখ্‌তে পারে না। তারা ছুটির দিনে ঘুরে

বেড়ায়। দেরী হোয়ে যায় বাড়ী ফিরতে। বকুনি খায় মার কাছে। তিনি উঠে পড়ে লেগে যান মেয়ের বিয়ের জন্য।

ওদিকে গীতা ও শংকর দুজনে দুজনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সময় হলে, সুযোগ পেলে অদূর ভবিষ্যতে বিয়ে করবে। ততদিন পর্য্যন্ত একজন আরেক জনের পথ চেয়ে থাকবে।

রীতার মার তাগাদায় মেয়ের বিয়ের ঠিক করলেন জগদীশের বাল্যবন্ধু রমেশের পুত্র বুদ্ধুর সংগে। কিন্তু সে খবর তো আর পাত্র পাত্রীরা জানে না। রীতা পাঠাল গীতাকে মার কাছে—কুমার পাঠাল শংকরকে বাবার কাছে ;—এ বিয়ে বন্ধ করবার জন্য।

শংকর দেখল রীতার সাথেই বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে কুমারের। খানিকটা মজা করবার জন্য সে খবরটা চেপে গেল। ওদিকে গীতা রীতার বিয়ে বন্ধ করবার কথা মাকে বলতে গিয়ে জানল রীতার মনের মানুষের সাথেই বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। মাকে বল্ল "বিয়ের আয়োজন কর"।

কিন্তু ভেঙ্গে পড়্ল গীতা তারপর·····হঠাৎ পুরুষজাতির প্রতি তার মন ঘৃণায় ভরে উঠ্ল। কিন্তু হঠাৎ কি এমন ঘটে গেল যে গীতার মন ভেঙ্গে গেল।

বিয়ের সময় শুভদৃস্টি শুভ হোল। রীতা পেল কুমারকে—দুঃখের পরে এল সুখ। আর গীতা কী পেল ? চিরকালের জন্য কি সে নিভে গেল ? বসন্ত কি ডাক দিয়েও এল না ? এ লুকোচুরির বিরাম কি হোলো না ?

সঙ্গীতাংশ

শংকর ও গীতার গান

(গায়ক : কিশোর ও রুমা)

মায়াবন বিহারিণী হরিণী
গহন স্বপন সঞ্চারিণী
কেন তারে ধরিবারে করি পণ
অকারণ—

থাক্ থাক্ নিজমনে দুরেতে
আমি শুধু বাঁশরীর সুরেতে
পরশ করিব ওর প্রাণ মন
অকারণ—

চমকিবে ফাগুণের পবনে
পশীবে আকাশবাণী শ্রবনে
চিত্ত আকুল হবে অনুখন
অকারণ—

দূর হতে আমি তারে সাধিব
গোপন বিরহ ডোরে বাধিব
বাধন বিহীন সেই যে বাধন
অকারণ—

কুমারের গান

(গায়ক : কিশোর কুমার)

এক পলকের একটু দেখা
আরও একটু বেশী হলে ক্ষতি কি ?
যদি কাটেই প্রহর পাশে বসে
মনের দুটো কথা বলে ক্ষতি কি ?
মিষ্টি হাসির দুষ্টুমিতে
ভালোই লাগে সাড়া দিতে,
স্বপ্নে হৃদয় ভরিয়ে নিয়ে,
দিনগুলি সব যাক্না চলে ক্ষতি কি ?
হলই যখন পথে যেতে হঠাৎ পরিচয়,
এবার আড়ালটুকু সরে গেলে হয়গো ভালো হয়।
এড়িএ যাওয়ার ছলনাতে,
দেয় সে ধরা ইশারাতে,
কিছু পাওয়ার চঞ্চলতায়,
যদি আমার হৃদয় দোলে ক্ষতি কি ?

কুমারের গান

(গায়ক : কিশোর কুমার)

শিং নেই তবু নাম তার সিংহ
ডিম নয় তবু অশ্ব ডিম্ব

গায়ে লাগে ছ্যাকা ভ্যাবাচ্যাকা হাম্বা হাম্বা
ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্
দাও ভাই নাকে এক টিপ্ নস্যি
খাও তারপরে এক মগ লস্যি
লাগে ঝুড়ি ঝুড়ি সুড় সুড়ি হ্যাচ্চো হ্যাচ্চো
ছিঁক্ ছিঁক্ ছিঁক্ ছিঁক
দুই পায়ে পরে নাগ্রা
যাও নয় হেঁটে আগ্রা
জাম্‌তলা আম্‌তলা নিমতলা পথে পাবে
নয় নয় এতে ঠাট্টা
খাও পেট ভরে গাঁট্টা
কাচকলা কানমলা খাও তুমি কত খাবে
টক্ টক্ টক্ টরে টক্কা
আর কত দূরে বোগদাদ মক্কা
গোল গাল বিশু নন্দি
দিন রাত আঁটে ফন্দি
ঝুড়ি ঝুড়ি ভুরি ভুরি বড় বড় কথা বলে
তাগড়াই বেঁটে বড়দা
খায় পান সাথে জর্দা
গুল্‌বাজি ডিগ্‌বাজী রক্‌বাজী শুধু চলে
এ বাড়ীর খেদী চায় ভুরু কুচ্‌কে
ও বাড়ীর খেদা হাসে মুখ মুচ্‌কে
গায়ে লাগে ছ্যাকা ভ্যাচ্যাকা হাম্বা হাম্বা
ঠিক ঠিক ঠিক ঠিক।

কুমার ও রীতার গান

(গায়ক : কিশোর ও গীতা রায়)

শুধু একটু খানি চাওয়া
আর একটুখানি পাওয়া।

সেই আবেশে হোকনা মধুর
আমার এ গান গাওয়া।

নদী যেমন করে এসে,
নীল সাগরে মেশে,
যেমন করে দূর আকাশে মাটির মিশে যাওয়া।

তেম্‌নি করেই হোকনা মধুর তোমায় কাছে পাওয়া
শুধু একটুখানি চাওয়া.....

জানিনা কোথায় ভেসে যাই
কোন সুদূরে কোথায় দুজন
হারিয়ে যেতে চাই
কোন্‌সে কূলে শেষ হবে এই সোনার তরী বাওয়া।

শুধু একটু খানি চাওয়া.....
এই স্বপ্ন ভরা দেশে;
থাকনা কেন হেসে,
নতুন গানের স্বরলিপী লেখে দখিন হাওয়া
ছন্দে তারই হোক না মধুর তোমায় কাছে পাওয়া।

শংকর ও গীতার গান

গায়ক : কিশোর ও কৃষ্ণা)

এই তো হেথায় কুঞ্জ ছায়ায়,
স্বপ্ন মধুর মোহে,
এই জীবনে যে কটি দিন পাব,
তোমায় আমায় হেসে খেলে,
কাটিয়ে যাব দোঁহে
স্বপ্ন মধুর মোহে।

কাটবে প্রহর তোমার সাথে,
হাতের পরশ রইবে হাতে,
দুইব জেগে মুখোমুখি
মিলন আগ্রহে,
স্বপ্ন মধুর মোহে।

এই বনেরই মিষ্টি মধুর শান্ত ছায়া ঘিরে,
মৌমাছিরা আসর তাদের জমিয়ে দেবে জানি
গুঞ্জরণের মীড়ে আসর জমিয়ে দেবে জানি,
অভিসারের অভিলাষে,
রইবে তুমি আমার পাশে,
জীবন মোদের যাবে ভরে রঙের সমারোহে

স্বপ্ন মধুর মোহে

আবহ সংগীত

(গায়ক : হেমন্ত মুখার্জী)

মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় পিছু ডাকে,
স্মৃতি যেন আমার হৃদয়ে বেদনার,
রঙে রঙে ছবি আঁকে।
মনে পড়ে যায়—মনে পড়ে যায়,
মনে পড়ে যায় সেই প্রথম দেখারও স্মৃতি,
মনে পড়ে যায় সেই হৃদয় দেবার তিথি,
দুজনার দুটি পথ মিশে গেল এক হোয়ে,
নতুন পথের বাঁকে।
সে এক নতুন দেশে,
দিনগুলি ছিল যে মুখর কত গানে,
সেই সুর কাঁদে আজি আমার প্রাণে,
ভেঙে গেছে হায় ভেঙে গেছে হায়।
ভেঙে গেছে আজ সেই মধুর মিলন মেলা,
ভেঙে গেছে আজ সেই হাঁসি আর রঙের খেলা,
কোথায় কখন কবে কোন্ তারা ঝরে গেল,
আকাশ কি মনে রাখে।

বাংলার নব চিত্রযুগে
আর একটি অক্ষয়
পদক্ষেপের আভাষ দিচ্ছে

লা লু
ভু লু

পরিচালনা : অগ্রদূত

কাহিনী : বাণভট্ট

চিত্রনাট্য ও গান : শৈলেন রায়

সঙ্গীত : রবীন চ্যাটার্জ্জী

শ্রেঃ অনেকেই !

ক্যাপস এর পক্ষে রবি বসু কতৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত।